



দীপান্বিতা নিবেদিতা



রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আবাসিক স্বশাসিত কলেজ)

বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

দীপান্বিতা নিবেদিতা



आत्मनो मोक्षार्थं जगद्धिताय च

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি আবাসিক স্বশাসিত কলেজ)

বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

Ramakrishna Mission Vidyamandira

(A Residential Autonomous College affiliated to Calcutta University)

Belur Math, Howrah-711 202 • Phone : 2654-9181/9632

Website : www.vidyamandira.ac.in • e-mail : vidyamandira@gmail.com

প্রকাশক : স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

যুগ্ম সম্পাদক : স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
স্বামী একচিন্তানন্দ

প্রকাশ : ২২শে জুন ২০১৯

ISBN : 978-81-940096-4-1

মুদ্রক : সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট,
৯/৩, কে. পি. কুমার ষ্ট্রীট, বালি, হাওড়া
দূরভাষ : ২৬৫৪-৩৫৩৬

মূল্য : ৩০০ টাকা

শুরুর কথা

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনার অভাব নেই। প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারত-কত না প্রাণ-জাগানিয়া, স্মৃতিদীপে উজ্জ্বল আখ্যান ছড়িয়ে আছে এই ভারতের উপল-আস্তীর্ণ জনপদে, অরণ্যে, পর্বতগুহায়, সবুজ-স্নিগ্ধ নদীতীরে। মহাকালের জাগ্রত প্রহরা পার হয়ে সে-সব কাহিনির ঐশ্বর মধুরিমা শুধু যে এ-দেশকে পথ দেখায়, শান্তি দেয়, তাই নয়—মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিও তার সঙ্কট-বন্ধুর দীর্ঘ রাজপথে, তিমির-তোরণ রজনীর শেষ উদয়-প্রভাতে তাদের কাছ থেকেই খুঁজে নেয় বাঁচার রসদ, প্রাণ-সুরে পূর্ণ জীবন সুধার পানপাত্র। মহাপৃথিবীর পায়ে-চলা পথে আধুনিক ভারতের দান এমনই এক সজীব আখ্যানের নাম ভগিনী নিবেদিতা। একালের ভারত-ইতিহাসে তিনি নিজেই এক পরিপূর্ণ অধ্যায়, আত্ম-উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান, নিরন্তর বহমান প্রেরণা।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর যে সঙ্কিলগ্নে বিবেকানন্দ নির্মাণ করেছিলেন নিবেদিতা-বিগ্রহ, সেই কালের ইতিহাস যাঁরা পরবর্তীকালে রচনায় মন দিয়েছিলেন, ঔপনিবেশিক একটি বিশিষ্ট প্রভাব থাকার জন্যেই হয়ত তাঁরা সেই সঙ্কিলগ্নের স্রষ্টা বিবেকানন্দ আর তাঁর অন্যতম বার্তাবহনকারিণী নিবেদিতার যথার্থ মূল্যমান নির্ণয় করতে পারেন নি। আমাদের এ এক অনিবার্য অক্ষমতার গল্প। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস কখনই তো জনতার জয়ধ্বনিকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না। তাই আমরা দেখেছি প্রথাবদ্ধ, তথাকথিত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত, স্বদেশ-বিদেশের বহু মেধা-চর্চিত তত্ত্বে আলোকিত ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-বিশ্লেষকরা যখন এঁদের বাদ দিয়েই প্রায় ভারতের ইতিহাস রচনা করতে চাইছেন, তখন দেশের নানা প্রান্তে-প্রান্তরে গ্রাম-শহর-জনপদের নানা অংশে সাধারণের দরবারগৃহে এঁদের নিয়ে আলোচনার তুফান উঠছে, এঁদের

জীবনপথের দ্যুতিময় মূল্যকে স্বীকার করা হচ্ছে। বিবেকানন্দের আবির্ভাবের সार्ধ শতবর্ষ এবং ভগিনী নিবেদিতার আবির্ভাবের সार्ধশতবর্ষের মাহেত্রক্ষণে এমনটিই ঘটতে দেখেছেন সত্যিকারের চক্ষুস্থান অগণন মানুষ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে সারা ভারত জুড়ে বিবেকানন্দের মতই নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়েছে নানা আলোচনাচক্র। বিবেকানন্দের স্বপ্নসম্বৃত প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরেও আয়োজন করা হয়েছিল এমন একটি আলোচনাচক্রের। তারই ফসল এই গ্রন্থটি। ভগিনী নিবেদিতাকে স্মরণে রেখে এমন একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেরা কৃতজ্ঞ, বিশ্বাস রাখি নিবেদিতার আশীর্বাদ এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে অবশ্যই বর্ষিত হবে।

গ্রন্থটিকে আমরা চারটি পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে আছে নিবেদিতার কয়েকটি লেখা। এগুলি সবগুলিই আগে কোথাও-না-কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল। তবে হতে পারে যে, এর আগে হয়ত, একটি বা দুটি, অন্য কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে নিবেদিতা-সংক্রান্ত পুরানো দিনের কয়েকটি সংবাদ আর তৃতীয় পর্বে নিবেদিতার সম্বন্ধে সেকালের কয়েকজন মনীষীর রচনা।—এগুলি বেশ কয়েকটি পুরানো সাময়িক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। বিদ্যামন্দিরের বাংলা বিভাগের কাছে পুরানো দিনের বাংলা সাময়িক পত্রিকার চার হাজারের বেশী একটি সংগ্রহ আছে। এর রক্ষণাবেক্ষণ করে বিদ্যামন্দিরেরই ছাত্র ও বর্তমান গবেষক মিলন সিংহ। এই সাময়িক পত্রিকা ঘেঁটে লেখা বের করার পুরো কৃতিত্ব মিলনের। নিবেদিতা নিশ্চয়ই ওর শ্রমের জন্য ওকে আশীর্বাদ করবেন। চতুর্থ পর্বে রয়েছে একালের পূজ্য ও মান্য চিন্তাবিদদের রচনা। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ সম্পাদক মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী সুবীরানন্দজীর ও অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বলভদ্রানন্দজীর লেখা দুটি অবশ্যই এই গ্রন্থের মান বৃদ্ধি করেছে। পূজনীয় মহারাজদের আমাদের আভূমি প্রণাম। বর্তমানে

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী শিবপ্রদানন্দজী অত্যন্ত পরিচিত সুলেখক। তাঁর লেখাটিও এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাঁকেও আমাদের প্রণাম জানাই। এছাড়াও লিখেছেন যাঁরা, তাঁদের নিবেদিতা-প্রীতি আজ সর্বজন পরিচিত। এঁদের সবাইকে জানাই শ্রদ্ধা ও নমস্কার। প্রুফ দেখেছেন স্বামী সর্বাধারানন্দ, স্বামী পরদেবতানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুব্রত। এঁদেরকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ঢোকর মুখে দীপ হাতে মাতৃমূর্তিটি সবার পরিচিত। অনির্বচনীয় অঙ্ককারের উৎস হতে উৎসারিত অনিন্দ্যসুন্দর আলোর দীপাধার হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মাতৃশক্তির এই বিগ্রহ-আলেখ্যটি এক বিরাট আখ্যান তৈরী করেছে। শুধু বিশ শতকের প্রথম দিকের কথা নয়, আজো যখন চারিদিকে তাকাই, দেখি এক ওয়েস্ট ল্যাণ্ডের ছবি। মনে হয় তাই, আগত-অনাগত যেকোন নিরাশাকরোজ্জ্বল দিবারাত্রির কাব্যে নিবেদিতা আজও একইরকম দীপাঙ্ঘিতা। আমাদের চারিদিকে বাজতে থাকা অমাবস্যার গানের মধ্যে সেই দীপাঙ্ঘিতা নিবেদিতার সুরনদীর কূল ভোবানো 'আলো-নিঝর ধারা' শোনায় যেন উদয়দিগন্তের নতুন মাঠেঃ ধ্বনি—এই ঔপনিষদ 'অভিঃ' ধ্বনিই যে নিবেদিতার জীবন-অধিদেবতা বিবেকানন্দের দিয়ে-যাওয়া অনশ্বর প্রাণনাময় চিরায়ত বেদধ্বনি।

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব :

তঁরই ধ্যানে তঁরই কথা : নিবেদিতার কয়েকটি লেখা

Millet's Angelus	Nivedita of RK.-V.	৩
Notes on Pictures	Nivedita of RK.-V.	৬
Sainte Genevieve watching over Paris	Nivedita of RK.-V.	৯
সেণ্ট জেনভীভ	রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা	১০
The Coronation of Sita & Rama	Nivedita of RK.-V.	১২
সীতা ও রামের রাজ্যাভিষেক (ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি মন্তব্যের মর্ম্ম)		১৪
BHARAT=MATA (Abanindra Nath Tagore)	Nivedita of RK.-V.	১৫
ভারত-মাতা	রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা	১৬

দ্বিতীয় পর্ব :

স্মরণে সংবাদে : সেকালের কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার পাতা থেকে

ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়	১৯
ভগিনী নিবেদিতার নামে উৎসর্গীকৃত বয়নাগার	২০
বিবিধ প্রসঙ্গ	২১
নিবেদিতা	২২
আর্য্যা নিবেদিতা	২৩
ভগিনী নিবেদিতা	২৫

তৃতীয় পর্ব :

সেকালের মনন ও মনীষায় :

বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের রচনায় নিবেদিতা

ভারতবর্ষীয় জীবনজাল নিবেদিতা	অক্ষয়চন্দ্র সরকার শ্রীহিন্দু	৩১ ৪৫
মালতী গুহ রায়ের লেখা 'ভারতী নিবেদিতা' গ্রন্থের-সমালোচনা	অধীর দে	৫৯
নিবেদিতার ভারতবর্ষ নিবেদিতা	শিশিরকুমার দাশ স্বামী সারদানন্দ	৬৩ ৭১
ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার বিদ্যালয়	আশা দেবী	৭৩
আর্য্য নিবেদিতার নারী আদর্শ	স্যার যদুনাথ সরকার	৭৯
ভগিনী নিবেদিতা	রাধাগোবিন্দ কর	৮৭
লোকমাতা নিবেদিতা	সারদারঞ্জন পণ্ডিত	৯০
ভগিনী নিবেদিতার প্রতি	ত্রিগুণানন্দ রায়	৯৮

চতুর্থ পর্ব :

আবির্ভাবের সার্থশতবর্ষে : একালের চিন্তাবিদদের রচনায় নিবেদিতা

ভারত ভগিনী নিবেদিতা	স্বামী সুবীরানন্দ	১০১
স্বামীজী ও স্বামীজীর ভারত-দৃষ্টির অন্যতম ব্যাখ্যাতা ভগিনী নিবেদিতা	স্বামী বলভদ্রানন্দ	১০৯
ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চায় নিবেদিতার অবদান	স্বামী শিবপ্রদানন্দ	১২৩
আমার নিবেদিতা— নতুন তথ্য নতুন আলোয়	সারদা সরকার	১৩৩
হিন্দুধর্ম ও নিবেদিতা	শক্তিপ্রসাদ মিশ্র	১৪৫
ভগিনী নিবেদিতার ভারত ইতিহাস দর্শন —কিছু ভাবনা	গৌতম মুখোপাধ্যায়	১৬১
ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক ভাবনা	সন্দীপন সেন	১৮১
ভারতীয় দর্শন ও সিস্টার নিবেদিতা	ডালিয়া চট্টোপাধ্যায়	১৯৯
নিবেদিতা ও ভারতীয় শিল্প	চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৯
ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ও নিবেদিতা	দেবাজ্ঞন সেনগুপ্ত	২২১



প্রথম পর্ব

তাঁরই ধ্যানে তাঁরই কথা :
নিবেদিতার কয়েকটি লেখা



Millet's Angelus

Nivedita of RK.-V.

Every one has heard of the controversy between realism and idealism in art. And yet no picture could offer us stronger proof than the one which is given herewith, that such distinctions are only verities in the hands of little men. For no one could be a greater realist than Jean Francois Millet, the leader of the little group of painters who have made of the French village of Barbizon a sacred name in European Art. No one could be a greater realist. And yet, was there ever such idealism, as casts its glow over his great master-piece, the Angelus?

The word Angelus, it should be explained, is the name of a prayer, or, rather, of an act of worship. It consists of the words of salutation which the Angel said to Mary, the Blessed Virgin, when he told her that she was to be the mother of the Christ. "Hail Mary! full of grace! The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus!" In a very special sense, this salutation represents to the Christian what may be called the memorial of the Incarnation : it brings him closer than anything else to that mysterious union between the human and the Divine, which according to his belief sums up the mystery of Jesus. Pious Catholics, therefore, make a habit of saying these words over to

প্রবাসী, ৮ম সংখ্যা, ১৩১৩

themselves at certain definite hours of morning, noon, and evening and in Catholic countries, or in Catholic religious houses, a public signal is given for the prayer, by the ringing of the church-bell, when all work stops for a moment, while it is quietly repeated.

This is the moment, then, which we witness in this picture. A couple of peasants, hoeing potatoes in a field, are suddenly caught up, by their own simple reverence and the sound of the Angelus-bell, into the great drama of heaven and earth. And we who look at the picture, become aware, not of peasants at all, not of field nor hoe, not even distant church, but of the far larger and greater truth of a Nation's Labour Sanctified by Prayer.

This picture has always seemed to me to have a special message for the Modern Indian Artist. For there is nothing here that did not come to Millet straight from Nature. Everything in the scene is a reproduction from fact. Yet it is fact reproduced, not as by the photograph, but as by the poet, the prophet, the seer. It is Nature and fact *interpreted* by the mind and the heart of a great man.

It is realism True. But it is also idealism. Ah, is there no scene, no figure in India to-day, that deserves the love that would struggle till it, too, had been expressed as worthily as this.

শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা যে চিত্রটির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তাহার বিষয় এই। একটি কৃষক ও একজন চাষী স্ত্রীলোক দুরাগত উপাসনার

ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া, মাঠে গোল আলু তুলিতে তুলিতে, ভক্তিভরে অবনতমস্তকে
ভগবান্কে স্মরণ করিতেছে। একটি জাতির শ্রম ধর্মের প্রভাবে পবিত্রীকৃত
হইয়াছে, ছবিটি দেখিলে ইহাই আমাদের মনে হয়। ভগিনী নিবেদিতা
আমাদের আধুনিক শিল্পীদিগকে এই ভাবের ছবি আঁকিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

প্রবাসী-সম্পাদক।

Notes on Pictures

Nivedita of RK.-V.

It seems wise, in our reproduction of notable European pictures, to go on for a series of months giving only modern works. In this way, we hope to create a broad impression in the mind of the reader, as to the subjects and method in the European art of the present age, and then go back to an earlier period, and try to illustrate the way in which this power was gained, by reproducing few typical examples of older master-pieces.

One reason for choosing this order of procedure, lies perhaps in the fact that if our tenders saw first a Virgin and Child by Botticelth. The Avenue of Trees at Middelharnis by Hobbema, a few Madonnas by Raphael, and the last Supper by Leonardo da Vinci, they might not care for the much slighter work of the moderns. Men were much more serious over their painting in the old days, and consequently they gave birth to conceptions which carry with them an art of eternity. They painted in the grand style. Modern work is slighter, more personal; it seeks intimate and elusive moments. And by the same rule, while it is often exquisite. It is almost always fugitive, in the impression it makes on the beholder.

When it fails, on the other hand, it fails by pettiness and melodrama, whereas the old painters were always sincere, never self-conscious, and may have been stiff or crude or

प्रवासी, ६ष्ठ भाग, १७१७

exaggerated in many ways, but could never by any means have been guilty of vulgarity.

One great reason for these differences lies in the fact that the lists of Italy, Germany and Holland, from the thirteenth to the sixteenth centuries, had a much smaller choice of subjects than the moderns. At first, at least in Italy, they painted very little except religious subjects. Then they began to draw upon the Greek and Latin classics, and we have Venuses and Auroras and Sun Gods, and the rest. It was in Holland that the idea of realism, or painting the common things of common life, was born. And now a days it often seems as if an artist's, only idea were to paint something that had never been painted before. Yet even now, the dreamers and poets of Europe—and a painter is only a poet singing in colour—cannot help turning back time and again to the old religious themes. Perhaps a man feels that until he has painted a Madonna, or a Last Supper, like the old masters, he has not fully measured his power. Perhaps the impulse is finer than this, a desire to translate high ideals into the common tongue. In any case, some of the finest pictures, even in modern times, are religious and Christian. This was so, though not in its full sense, with the two modern European pictures which we have already given. St. Genevieve watching over Paris, by Puvis de Chavannes, and the Angelus by J.F. Millet. But of the picture which we give in the present month, it is true in a much larger way. This is actually a modern Madonna, by a living painter, Dagnan Bouveret.

Different as they are in many ways, there is something in the spirit of this work that brings it and the Angelus of Millet very close together. It is the blending of the ideal with

the real. In this picture, we scarcely know whether the mother is portrayed as an Italian peasant-woman or as a nun. The child is an Italian peasant-baby. In no detail has the artist shrunk from faithful copying of his original. The arbor in which we see the two, is a vine-clad verandah cooling the door of a peasant-home, a common form, it may be, for the Italian farmhouse or cottage. But it is meant to suggest a cloister. The simple woollen gown of the mother with the heavy peasant *Sabots*, is meant for the habit of the nun. Every detail of the painting is charged with symbolism. We are made to realise that this is not the mother of Jesus, nor yet the peasant-wife it seems. It is the very soul of man, of each or any of *us* clasping to itself that thought it holds most dear.

To be fully felt, this picture, should be seen for the first time suddenly. It is only in this way, that one can be adequately touched and held by the wonderful intimacy of the eyes. I know of no other picture, of any period, in which the heart is so powerfully made to tell the secret of its own tenderness.

the real. In this picture, we scarcely know whether the mother is portrayed as an Italian peasant-woman or as a nun. The child is an Italian peasant-baby. In no detail has the artist shrunk from faithful copying of his original. The arbor in which we see the two, is a vine-clad verandah cooling the door of a peasant-home, a common form, it may be, for the Italian farmhouse or cottage. But it is meant to suggest a cloister. The simple woollen gown of the mother with the heavy peasant *Sabots*, is meant for the habit of the nun. Every detail of the painting is charged with symbolism. We are made to realise that this is not the mother of Jesus, nor yet the peasant-wife it seems. It is the very soul of man, of each or any of *us* clasping to itself that thought it holds most dear.

To be fully felt, this picture, should be seen for the first time suddenly. It is only in this way, that one can be adequately touched and held by the wonderful intimacy of the eyes. I know of no other picture, of any period, in which the heart is so powerfully made to tell the secret of its own tenderness.

Sainte Genevieve watching over Paris

Nivedita of RK.—V.

Sainte Genevieve is the Patron Saint of Paris. And here she is represented as praying over the city while it sleeps. This is one of the series of great frescoes of the Life of Sainte Genevieve painted by Puvis de Chavannes on the walls of the Pantheon in Paris. For the French have decorated this great Church,—the resting-place of their most honoured dead,—with civic and historic mural paintings, just as we may do in the future with our Federation Hall.

This particular picture might almost be oriental. The elderly saint wears a veil. True, it is that of the nun, not that of the eastern household. Yet, it suffices to strike the note of kinship. We note also the terrace-roof, the many flat house-tops and tiled towers of the sleeping city, the rose-tree, so like our *tulsi*, in the sun outside, and the tiny lamp within, the doorway. The face and figure of Sainte Genevieve herself might well be those of some Hindu widow. Do we not all know a hundred of just this type?

And so, in what is perhaps the finest expression of the civic spirit in modern art, we have again the eternal mission of woman-hood revealed to us as intercessor and vigil-keeper for the sleeping world. As in the past to household and to church, so also in the future, in the light of a larger thought and wider consciousness a brooding power of prayer throbbing above the city and the nation.

প্রবাসী, ৭ম সংখ্যা, ১৩১৩

সেন্ট জেনভীভ

সেন্ট জেনভীভ প্যারিসের রক্ষয়িত্রী দেবীরূপিণী। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ শতাব্দীতে যখন প্যারিসনগরী ফ্রাঙ্কদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়, তখন উহার অধিবাসীরা অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই বিপদে এই পুতশীলা নারী শত্রুদিগকে ভয় না করিয়া একটি নৌকায় নগর হইতে পলায়ন করেন এবং ফ্রান্সের নগরে নগরে ভিক্ষা করিয়া ১২টি জাহাজ বোঝাই খাদ্য প্যারিসে আনিয়া নগরবাসীদের প্রাণরক্ষা করেন। আর একবার তিনি প্যারিসবিজেতা হিষ্টারিকের শিবিরে গিয়া তাহাকে তাহার নিষ্ঠুরতার জন্য তিরস্কার করেন। তাহাতে বন্দীকৃত প্যারিসবাসীদের প্রাণরক্ষা হয় এবং নগরবাসী অপর সাধারণের প্রতি হিষ্টারিক দয়া প্রদর্শন করে। এইরূপ নানা অবদানপরম্পরা দ্বারা সেন্ট জেনভীভ প্যারিসবাসীদের রক্ষয়িত্রী দেবী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই চিত্রে তিনি নিদ্রিত নগরীর জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। প্যারিসের প্যাছিয়নের দেওয়ালে Puvis de Chavannes কর্তৃক অঙ্কিত সেন্ট জেনভীভের জীবনচরিতবিষয়ক উৎকৃষ্ট চিত্রাবলীর ইহা অন্যতম। ফরাসীরা তাঁহাদের পূজ্যতম ব্যক্তিগণের চিত্রবিশ্রামস্থল এই মহান্ উপাসনামন্দির নানা পৌর ও ঐতিহাসিক প্রাকারচিত্রে বিভূষিত করিয়াছেন,—আমরা যেমন ভবিষ্যতে কোন দিন আমাদের মিলন-মন্দিরকে (Federation Hall) অলঙ্কৃত করিতে পারি।

এই ছবিখানি একখানি প্রাচ্য ছবি হইতে পারিত। এই প্রাচীনা পুণ্যবতী নারী অবগুষ্ঠনাবৃত। সত্য বটে, এই অবগুষ্ঠন খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিনীর অবগুষ্ঠন, প্রাচ্য গৃহস্বাস্রমের অবগুষ্ঠন নহে। তথাপি ইহাতেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্পর্ক সূচিত হইতেছে। আমরা নিদ্রিত নগরীর অলিন্দের ছাদ, অনেক গৃহের

প্রবাসী, ৭ম সংখ্যা, ১৩১৩; এই লেখাটি পূর্বের লেখারই বঙ্গানুবাদ

সমতল ছাদ, এবং টাইল-আচ্ছাদিত অট্টসমূহ দেখিতে পাইতেছি। আমাদের তুলসী গাছের মত, গৃহের বাহিরে গোলাপ গাছ ও ভিতরে ক্ষুদ্র দীপ রহিয়াছে। সেণ্ট জেনভীভের মুখ ও মূর্তি অনায়াসে কোনও হিন্দু বিধবার মুখ ও মূর্তি হইতে পারিত। ঠিক এই ছাঁচের চেহারার শত শত হিন্দু বিধবাকে আমরা জানি না কি ?

এই চিত্রখানি বোধ হয় আধুনিক শিল্পে পুরপ্রেমের সুন্দরতম অভিব্যক্তি। নিদ্রিত জগতের হিতার্থ রাত্রি-জাগরণ ও পরার্থ প্রার্থনা নারীর শাস্ত বিধিনির্দিষ্ট জীবনোদ্দেশ্য। এই জীবনোদ্দেশ্য এই চিত্রে আমাদের নিকট প্রকটিত হইয়াছে। অতীতে গৃহস্থাস্রমে ও ধর্মমণ্ডলীতে নারী যেমন ছিলেন, ভবিষ্যতেও তেমনি, বিশালতর চিন্তা ও আয়ততর অনুভূতির আলোকে, তিনি পৌরজন ও জাতির উপর প্রসারিতা প্রেমস্পন্দনশালিনী কল্যাণ-ধ্যান-নিমগ্না প্রার্থনাশক্তিরূপিণী হইবেন।

রামকৃষ্ণবিবেকানন্দমণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা।

The Coronation of Sita & Rama

Nivedita of RK.-V.

This picture has been bought recently by the Committee of the Calcutta Art Gallery.

No idea of its beauty can be given to those who cannot see its colour for themselves. Though small, it is a masterpiece, chiefly in different shades of yellow. Its date is supposed to be about 1700. The Artist is unknown. In style, it belongs to what it is convenient to call the School of Lucknow, representing a later development of the kind of missal-painting which was practised under the Moguls, and the whole history of which is to be studied in the magnificent library presented by a noble Mohammedan Family to the City of Bankipur.

In conception, 'The Coronation of Sita and Rama' is mediaeval. It compares in European Art, with pictures of the Court of Heaven. But I cannot remember ever to have seen that idea expressed there with such masterly simplicity and thoroughness. We have here, it will be noticed, a King's Garden and throne, with a palace behind. It is the royal and divine household of Heaven. The Divine Pair sit to receive worship. Around them stand the other persons of the sacred drama, together with their retinue. In the background are seen the white walls of Ayodhya. And a magnifying glass makes only more evident the marvellous perfection of detail here. We may note also, in this old Indian picture, the perfect correctness of the perspective. There is no doubt in the

প্রবাসী, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩১৩

artist's mind that the vertical is always vertical, and that parallel lines converge as they recede.

But Ayodhya here is a palace, not a city. The home of the soul, the white-walled vision is a royal and divine abode, not the country of a great multitude. In this, the idea of the artist is exactly the same as that which the church was always imposing on the mind of Europe. Yet in an Italian picture, of a corresponding thought and period, we should probably have had, as background to the sacred group, some fragment of a great city.

The Indian picture expresses unity. The Italian would have been full of broken suggestions. This is because the one speaks out of a full and coherent social order, present to the consciousness of all its children. The other would have been the utterance of something immeasurably more complex, but also less aesthetically perfect.

The pearls in this picture are real, being set into the painting. The frame is of mirror. The artist is unknown.

ভারত-মাতা

এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্রশিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয়। সত্য বটে ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত করিবার আধুনিক যুগের নববিধ উপায়ের সাহায্য লইয়া অবনীন্দ্র বাবু এই ছবি আঁকিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও চিত্রপটে তৎকর্তৃক পরিব্যক্ত মানসিক আদর্শটি খাঁটি ভারতের জিনিস, আকার প্রকারও ভারতীয়। পদ্মগুলির বক্ররেখা ও শিরোবেষ্টক প্রভামণ্ডলের শুভ্র দীপ্তি সংযোগে এশিয়োদ্ধৃত কল্পনাজাত মূর্তিটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। চারিবাহু দৈবশক্তির বহুত্বের চিহ্ন স্বরূপ। ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে—ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসনদায়িনী, অন্নদা মায়ের আত্মাকে—দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানসনেত্রে তিনি যেরূপে প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মায়ে শিল্পী কি দেখিয়াছেন, তাহা এই চিত্রে আমাদের সকলের কাছে বিশদ হইয়া গিয়াছে।—কুহেলিকার মত অস্পষ্ট পদ্মরাজি ও শ্বেত আভা, তাঁহার চারিবাহুও অনন্ত প্রেমেরই মত, তাঁহাকে অতিমানব করিয়া রাখিয়াছে। অথচ তাঁহার শাঁখা, তাঁহার সর্বদেহাচ্ছাদক পরিচ্ছদ, তাঁহার খালি পা, তাঁহার খোলা, অকপট মুখের ভাব, এই সকলে তিনি কি আমাদের পরম আত্মীয়, আমাদের হৃদয়ের হৃদয়, একাধারে ভারতের মাতা ও দুহিতা বলিয়া প্রতিভাত হইতেছেন না?—প্রাচীনকালের ঋষিদিগের নিকট বৈদিক উষা যেমন ছিলেন?

রামকৃষ্ণবিবেকানন্দমণ্ডলীভুক্তা নিবেদিতা।

প্রবাসী, ৫ম সংখ্যা, ১৩১৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'ভারত-মাতা' চিত্রটির উপর নিবেদিতার বিচার। এই লেখাটি আগের লেখাটিরই বঙ্গানুবাদ।



দ্বিতীয় পর্ব
স্মরণে সংবাদে :
সেকালের কয়েকটি
সাময়িক পত্রিকার পাতা থেকে

